ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বেকার ছেলের কাছে বোনের বিয়ের প্রস্তাবে যা বলেছিলেন সালমান — পৃঃ ৫

২০ মাস পর ভারতের ওয়ানডে দলে অশ্বিন — পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৬২ ● কলকাতা ● ০৫ আশ্বিন, ১৪৩০ ● শনিবার ● ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

কাশ্মীরে গ্রেফতার উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক

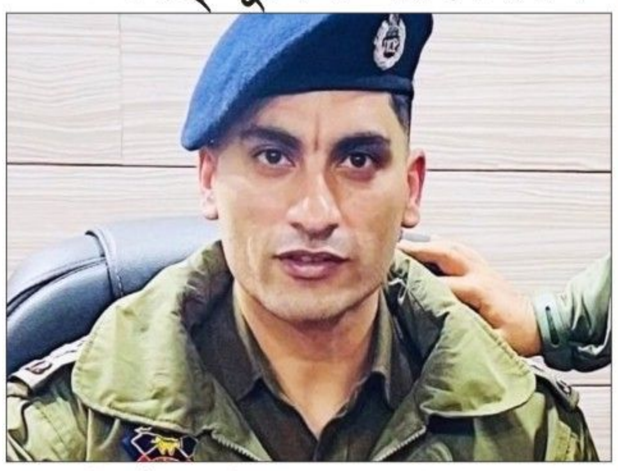

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার হয়ে কাজ করা এক ব্যক্তিকে পালাতে সাহায্য করার অভিযোগে উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিককে গ্রেফতার করা হল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত পুলিশ আধিকারিকের নাম শেখ আদিল মুস্তাক। তিনি জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসাবে কর্মরত ছিলেন।জানা গিয়েছে, এর আগেও ওই পুলিশকর্তার বিরুদ্ধে টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছিল। পরে যদিও সেই তদন্ত ধামাচাপা পড়ে যায়। কাশ্মীরে গত তিন বছরের ইতিহাসে পুলিশের এত উপরমহলের কেউ জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে গ্রেফতার হননি। পাঁচ সদস্যের এক বিশেষ তদন্তকারী দল গোটা বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখছে।ওই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে শুধু লস্কর সহযোগীকে সাহায্য করাই নয়, ঘুষ নেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের তরফে সব দিক তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

যে জঙ্গিকে পালাতে সাহায্য করার অভিযোগ উঠেছে, তাঁকে গত জুলাই মাসেই গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। ফেব্রুয়ারি মাসে লস্করের হয়ে কাজ করার অভিযোগে শ্রীনগর থেকে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তাঁদের এক সঙ্গী পুলিশকর্তার সাহায্য নিয়ে গ্রেফতারি এড়িয়েছেন। তার পর গত জুলাই মাসে সেই জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর ফোন পরীক্ষা করে দেখা যায়, পুলিশকর্তা মুস্তাকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে গিয়েছিলেন তিনি। গ্রেফতারি থেকে বাঁচানোর বিনিময়ে পাঁচ লক্ষ টাকা ঘুষও নিয়েছিলেন ওই পুলিশ আধিকারিক।

দুবাইয়ের সম্মেলনেও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিজের রাজ্যে লগ্নির আবেদন জানালেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুক্রবার বিকালে তা দেখল সংযুক্ত আমিরশাহির দুবাইয়ের মঞ্চও। বাণিজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুবাইয়ের শিল্পমহলের প্রতিনিধিদের সম্বোধন করলেন 'ভাইবোন' বলে। এটা নতুন কিছু নয়।দুবাইয়ে দীর্ঘ ২০ বছর ধরে ব্যবসা করছেন দর্শন হীরানান্দানি। তিনিও মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, "দেশে এখন মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে হইহই হচ্ছে। কিন্তু দিদি কবেই নিজের দলে ৪০ শতাংশ মহিলাকে সংসদে পাঠিয়েছেন। তাঁর মানসিকতাই লিঙ্গসাম্যের।" হীরানান্দানি গোষ্ঠীই দুবাইয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বহুতল আবাসন (রেসিডেন্সিয়াল টাওয়ার) নির্মাণ করেছে। দুবাইয়ের বণিক মহলের উদ্দেশে দর্শন বলেন, "বাংলায় অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। আপনারা সেখানে গিয়ে বিনিয়োগ করুন। সুফল পাবেন।"

শুক্রবারের বাণিজ্য সম্মেলনের সঞ্চালনা করেন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রারম্ভিক বক্তৃতা দেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয় বাণিজ্য সম্মেলনে। ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের প্রধান সচিব বন্দনা যাদব। সম্মেলনে বক্তৃতা করেন দুবাইতে নিযুক্ত ভারতীয় উপরাষ্ট্রদূত আমন পুরীও। পুরীও গত ১২ বছরে বাংলার পরিকাঠামোর উন্নতির কথা বলেন।

রিলায়্যান্স চেয়ারম্যান তরুণ ঝুঝুনওয়ালা আমিরশাহির সঙ্গে বাংলার দীর্ঘ সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "গত ১২ বছরে আমাদের সংস্থা ৫০০ কোটি ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছে বাংলায়।" শিল্পপতি মায়াঙ্ক জালান রাজ্যের

এরপর ৩ পাতায়

মায়াপুর ইসকন মন্দির প্রাঙ্গনে পালিত হচ্ছে রাধাষ্টমীর অনুষ্ঠান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রীতি অনুযায়ী মায়াপুর ইসকনে আজ সাড়ম্বরে পালিত হল রাধাষ্টমী উৎসব। আগেরদিন সন্ধ্যা থেকেই অধিবাসের মাধ্যমে শুরু হয়ে গেছিল উদযাপন। গতকাল সারাদিন নিয়ম মেনে চলেছে পুজো, কীর্তন। আমাদেরকে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন মায়াপুর ইসকনের মিডিয়া সেলের দায়িত্ব আছেন রমেশ মহারাজ নিজেই। প্রতিবছর দেশের অজস্র মঠে মন্দিরে তো বটেই, এমন কি সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে ধুমধাম করে পালিত হয় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী। কিন্তু রাধাষ্টমী উৎসব সেই অর্থে ততটা জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করা হয় না কোথাও। এমনকি এই তিথির কথা জানেনেই না অনেক মানুষ। আর এখানেই একেবারে আলাদা মায়াপুর ইসকনের ছবিটা। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর মতই ইসকনে রাধাষ্টমী তিথিতেও জাঁকজমকের কোন খামতি থাকে না প্রতিবছর। তবে এবছর করোনা সংক্রমনের আবহে কিছুটা নিস্তেজভাবেই পালিত হল ইসকনের রাধাষ্টমী।

মন্দিরসূত্রে জানানো হয়েছে, আবাসিক ভক্ত সহ ইসকনের কোনও ভক্তকেই এবছর মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছে। এদিকে পূজারী ও তার সহযোগী এবং কীর্তনীয়াদের মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি মিলেছিল। সকাল থেকেই রাধা মাধবের বিগ্রহকে ঘি মধু মাখন গঙ্গাজল

এরপর ৩ পাতায়

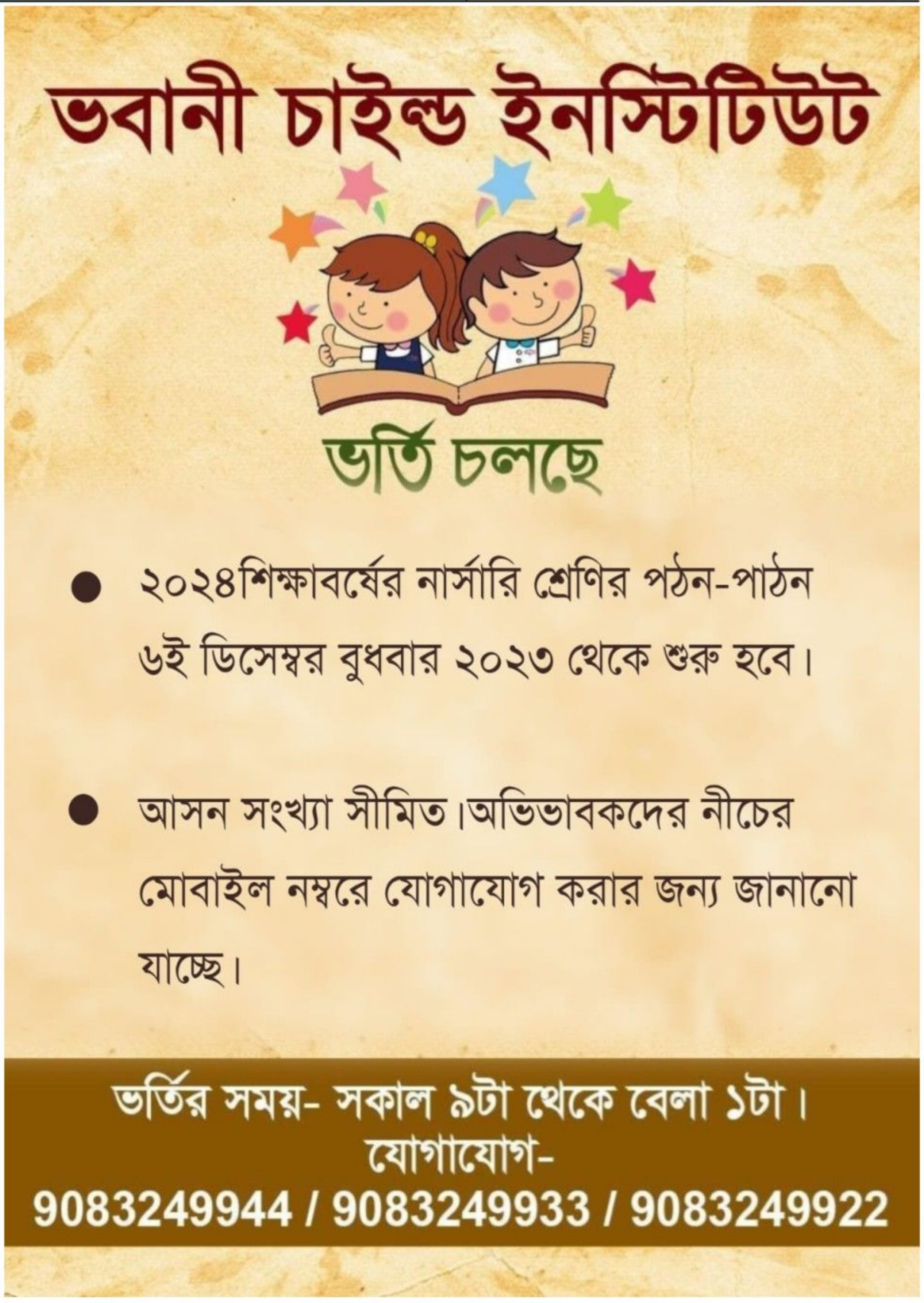

ভাসমান ৫০ লাখ মানুষের কথা

ভাবার আহবান নতুনধারার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সরকার প্রধানসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি ভাসমান ৫০ লাখ মানুষের কথা ভাবার আহবান জানিয়েছেন নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির নেতৃবৃন্দ। ২২ সেপ্টেম্বর সকালে বাসাবো, দুপুরে খিলগাঁও-পুরানাপল্টনসহ বিভিন্ন স্থানে ভাসমান মানুষদের খাদ্য প্রদানকালে তারা এই আহবান জানান। কর্মসূচি চলাকালে গণমাধ্যমকে মোমিন মেহেদী আরো বলেন, নিরন্ন মানুষদের সংখ্যা গণভবনে, বঙ্গভবনে, সচিবালয়ে, হাওয়া ভবনে, প্রেসিডেন্ট পার্কে, গোপন কার্যালয়ে বা পীরের দরবারে বসে নিরুপন সম্ভব নয়, এজন্য নিরন্ন মানুষদের হাতে তুলে দিতে হয় সামর্থন্যযায়ী খাদ্য, দিতে হয় আর্থিক সহায়তা। যা করেনা অধিকাংশ নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত রাজনৈতিক প্লাটফর্ম। তারা রাজনীতি করে ক্ষমতায় আসার আর থাকার লোভে, মানুষকে ভালোবেসে-দেশকে ভালোবেসে-ধর্মকে ভালোবেসে তাদের কোন পদক্ষেপ নেই। কর্মসূচিতে প্রেসিডিয়াম মেম্বার বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানা, সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াজেদ রানা, জোবায়ের মাতুব্বর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

নেতৃবৃন্দ এসময় বলেন, নদী ভাঙ্গন, দারিদ্রতাসহ বিভিন্ন কারণে ভাসমান মানুষের সংখ্যা এখন প্রায় ৫০ লাখ। এই বিশাল সংখ্যার মানুষদের জন্য অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্টদের কার্যকর পদক্ষেপ চাই। তারা রোহিঙ্গাদের ডেকে এনে ১০ থেকে ১১ লাখ করেছে খাইয়ে-দাইয়ে; অথচ বাংলাদেশে ৫০ লাখ ভাসমান-নিরন্ন মানুষদের জন্য কিছুই করছে না। যে কারণে নির্মমভাবে ছিনতাই-খুন-গুম-ধর্ষণসহ অহরহ অপরাধের সংখ্যা বেড়েই চলছে।

পুজোর ঠিক আগেই ঘর সাজানোর জন্য

এগিয়ে এলো ডিজাইন কাপে সংস্থা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বর্তমানে শুধুমাত্র ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করেই ক্ষ্যান্ত থাকছে না আমজনতা তাই কিভাবে মন মাতানো যায় আসবাবপত্র দিয়ে আরও সুন্দরভাবে ঘর সুসজ্জিত করা যায় তার জন্যই প্রথম ঠিকানা পেতে প্রত্যেকেই শরণাপন্ন হচ্ছে ডিজাইন ক্যাপের। ভারতের সবচেয়ে নামিদামি ডিজাইন ক্যাফে হলো ঘর সাজানোর এই প্রথম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কেন্দ্র ।২১সেপ্টেম্বর তারিখে একটা সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করে ।এই কোম্পানিটি সবচেয়ে বেশি সুন্দর ব্যক্তিগত সম্পন্ন ও সবচেয়ে বেশি উন্নতমানের ৩০০০স্কোয়ার ফিটের একটি দোকান আছে প্রতিটা শহরের তার নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী এই দোকানে জিনিসপত্র পেয়ে যাবে। এই অনুষ্ঠানে মাননীয় হাউসিং বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস, কোম্পানির ডিরেক্টর সম্ভাবী পানসারি এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর সিদ্ধার্থ পানসারী উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

নতুন লেভির প্রচারাভিযান "এখনের জন্য, আজীবনের জন্য" দীপিকা পাড়ুকোনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রবৃত্তির মুহূর্তগুলি উদযাপন করে

Kolkata, সেপ্টেম্বর 22, 2023 : নিউজ সারাদিন : "হ্যাঁ" কে "না" এ পরিণত করতে মাত্র সাত সেকেন্ড সময় লাগে, ভিতর থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত যুক্তি, তর্ক এবং দ্বিধার পথ তৈরী করে দেয়। "হ্যাঁ" বলার ফলে জন্ম নেওয়া প্রতিটি অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কিছুকে উন্মুক্ত করে, নতুন কিছু আনলক করে- যা আমাদের নাড়া দেয়, আমাদের তৈরী করে এবং এমনকি আমরা মেনে নিতে পারি না। আজ, আইকনিক Levi's® ব্র্যান্ড তার প্রচারাভিযান চালু করেছে "এখনের জন্য, সারা জীবনের জন্য" যা এই মুহূর্তগুলিকে উদযাপন করে এবং কীভাবে সেগুলি আমাদের সাথে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেককে গঠন করে।

ব্র্যান্ডের "এখনের জন্য, সারাজীবনের জন্য" প্রচারাভিযানটি আপনার সহজাত প্রবৃত্তি অনুসরণ করলে তা দেখতে কেমন তাকে ক্যাপচার করে। বাস্তব জীবনের মুহূর্ত এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত এই চলচ্চিত্রটি শুরু হয় দীপিকা পাড়ুকোনের সেট থেকে লুকিয়ে পালিয়ে, একটি অটো-রিকশায় চড়ে এবং রাতে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। তার অবিলম্বে দুঃসাহসিক কাজটি এমন একটি সূত্র হয়ে উঠছে যা চরিত্রগুলির অভিজ্ঞতাগুলিকে সাধারণ থেকে অসাধারণ মুহূর্তগুলিকে, আনন্দ থেকে, তাড়াহুড়ো, হাসি থেকে একত্রিত করে, তার সাথে সাথে শান্ত এবং তিক্ত মিষ্টি থেকে আবেগের বর্ণালী ক্যাপচার করে।

একটি গাঢ় ডেনিম শার্ট এবং লাইটার হাই-লুজ জিন্স বা পুরোপুরি সমন্বিত, জাম্পস্যুটের মতো দেখতে, দীপিকা পাড়ুকোন এই নতুন ক্যাম্পেইনে ডেনিমের জন্য একটি তাজা এবং আধুনিক রূপ নিয়ে এসেছেন। আইকনিক পণ্য দ্বারা স্থাপিত - অসীম, কিন্তু সবসময় ট্রেন্ড ব্লু জিন্স, অল-সিজন ট্রাকার জ্যাকেট এবং অনেক প্রিয় গ্রাফিক টি-এর বিস্তৃত পরিসরে দেখা যায়।

"'এখনের জন্য, আজীবনের জন্য' প্রচারাভিযান হল Levi's®-এ বসবাস করার প্রকৃত অর্থ কী এবং কীভাবে আমাদের পণ্য আমাদের গ্রাহকদের জীবনে গভীরভাবে গেঁছে গেছে তার একটি রূপকথা। দীপিকা পাড়ুকোনকে উপস্থিত করা এই প্রচারাভিযানটি সেই মুহূর্তগুলির উদযাপন যখন আপনি সত্যিই আপনার সবচেয়ে খাঁটি ব্যক্তিত্বকে চিনতে পারেন। আমাদের ভোক্তাদের জন্য এটি সক্ষম করাই হল আমাদের একান্ত প্রচেষ্টা, আমরা কীভাবে আমাদের পণ্য তৈরি করি থেকে শুরু করে কীভাবে আমরা এটিকে আমাদের ভোক্তাদের জন্য জীবন্ত করে তুলি।"বলেছেন আমিশা জৈন, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, দক্ষিণ এশিয়া-মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা এবং নন-ইইউ মার্কেট (সামেয়া), লেভি স্ট্রস অ্যান্ড কোং।

প্রচারাভিযানটি ব্র্যান্ডের নতুন অফারগুলির একটি প্রদর্শনী। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য স্বস্তিদায়ক এবং ব্যাগি ফিট, তার সাথে রয়েছে বর্ধিত রেঞ্জ, ওভারডায়েড এবং রঙিন জিন্স যা গ্রাহকরা আত্ম-প্রকাশের একটি এক্সটেনশন হিসাবে ব্যবহার করেন। কার্গো প্যান্ট থেকে চিনো, ভার্সিটি জ্যাকেট থেকে সোয়েটশার্ট এবং তার জন্য সুন্দর ব্লাউজ থেকে শার্ট, লেভিস® ব্র্যান্ড তার পণ্যের উত্তরাধিকার এবং ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলছে এবং অন-ট্রেন্ড এবং প্রাসঙ্গিক পণ্যগুলির সাথে ক্রমাগত বিকশিত ফ্যাশন-সচেতন গ্রাহকদের সাথে দেখা করে।

এই Levi's® পণ্যগুলি এখন Levi.in এবং Levi's® স্টোরগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে।

ভজনলাল কমার্শিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড এর মধ্যে

অ্যাপেলের আইফোন ১৫ এর গ্র্যান্ড উন্মোচন হলো

Kolkata, September 22, 2023: নিউজ সারাদিন : ভজনলাল কমার্শিয়াল গভীর গুরুত্বের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর সকালে, ঠিক ৮:০০ টায়, আমরা স্মার্টফোন এবং পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অ্যাপেলর সর্বশেষ বিস্ময়কর উন্মোচনের সাক্ষী হলাম। কারিগরি উতসাহীদের একটি বিশিষ্ট ভিড়ের সাথে শিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতি দেখায়, যে এই ধরনের একটি ইভেন্ট প্রযুক্তি খাতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কে চিহ্নিত করে। এটি শুধুমাত্র একটি পণ্য লঞ্চের চেয়েও বেশি, ইভেন্টটি উদ্ভাবন এবং ডিজাইনে নতুন মান স্থাপনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রতীক।

অ্যাপেলর চকচকে সিরিজ: এই গ্র্যান্ড সিম্ফনি অ্যাপেলর সবচেয়ে প্রত্যাশিত অফারগুলির নেতৃত্বে করে। যার মধ্যে রয়েছে আইফোন ১৫, ১৫ প্লাস, ১৫ প্রো, ১৫ প্রো ম্যাক্স, ওয়াচ আলট্রা ২ এবং ওয়াচ সিরিজ ৯। এই দূরদর্শী সৃষ্টি ভজনলাল কমার্শিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড, রাউডন স্ট্রিট ফ্ল্যাগশিপ শোরুমকে আকর্ষণের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছে। এর সাথে এই সমস্ত পণ্যগুলি তাদের বি-প্রিমিও বিশেষ অ্যাপেল স্টোর কলকাতা ই-মলে এবং গুয়াহাটির রুদ্রাক্ষ মলেও পাওয়া যাচেছ। তাদের উপস্থিতি শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি এবং প্রযুক্তির ভবিষ্যতকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার জন্য একটি পদক্ষেপের প্রতীক।

আইফোন ১৫ সিরিজটি আধুনিক প্রকৌশলের শিখরকে উপস্থাপন করে, এটির কম্প্যাক্ট আকারে সূক্ষ্ম কারুকার্যের প্রতিফলন। এর সুন্দর এবং ব্যতিক্রমীভাবে টেকসই ডিজাইন, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সামনের কাচ এবং এতে পিছনের স্পন্দনশীল রঙের বৈশিষ্ট্যযুক্ত কাচের বিকল্প আছে। এটি ব্যবহারকারীদের কে নিজেদের প্রকাশ করার অনুমতি দেয় এবং একটি অভূতপূর্ব ৪৮ এম পি প্রধান ক্যামেরার সাথে মোবাইল ফটোগ্রাফি এবং সুবিধার পুনঃসংজ্ঞায়িত করে যা স্ট্রীমলাইনড কানেক্টিভিটির জন্য একটি USB-C সংযোগকারীর সাথে পোস্ট-ক্যাপচার ডেপথ অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং 2x টেলিফটো জুম অফার করে।

মূল্য এবং বিশেষ সুবিধা: আইফোন ১৫ সিরিজের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা মডেল এর একটি পরিসীমা অফার করে, যার দাম ₹৭৯,৯০০.০০ থেকে₹১,৯৯,৯০০.০০ পর্যন্ত। হয়. স্টোরেজ ভেরিয়েন্ট ১২৮ জিবি থেকে ১ টিবি পর্যন্ত। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্যে সুবিধাজনক ইএমআই বিকল্পএর সাথে বিশেষ সুবিধা রয়েছে, যার মধ্যে ₹৬,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত এইচডিএফসি ক্যাশব্যাক অফার রয়েছে।

শ্রী মোহন বাজোরিয়া, পরিচালক, ভজনলাল কমার্শিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড টাইমস মেন অফ দ্য ইয়ার ২০১৯ পুরস্কারে সম্মানিত। তার সক্ষম নেতৃত্বে, ব্র্যান্ডের দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিযোজনযোগ্যতা এটিকে টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে একটি প্রধান প্রতিযোগী হিসাবে রূপান্তরিত করেছে। প্রতিষ্ঠিত মোবাইল ফোন ব্র্যান্ডগুলির প্রিমিয়াম অংশীদার হিসাবে কাজ করে, ভজনলাল বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা শোরুম এবং ব্র্যান্ড আউটলেটগুলির একটি চেইন সহ একটি দুর্দান্ত উপস্থিতি তৈরি করেছেন।

অ্যাপেল এবং ভজন লালের "গো গ্রিন" উদ্যোগ: পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে, অ্যাপেল এবং ভজনলাল কমার্শিয়াল যৌথভাবে "গো গ্রীন" উদ্যোগ চালু করেছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, প্রত্যেক নতুন আইফোন ১৫ মালিককে একটি পরিবেশ-বান্ধব পাত্রের উদ্ভিদ উপহার দেওয়া হয়।

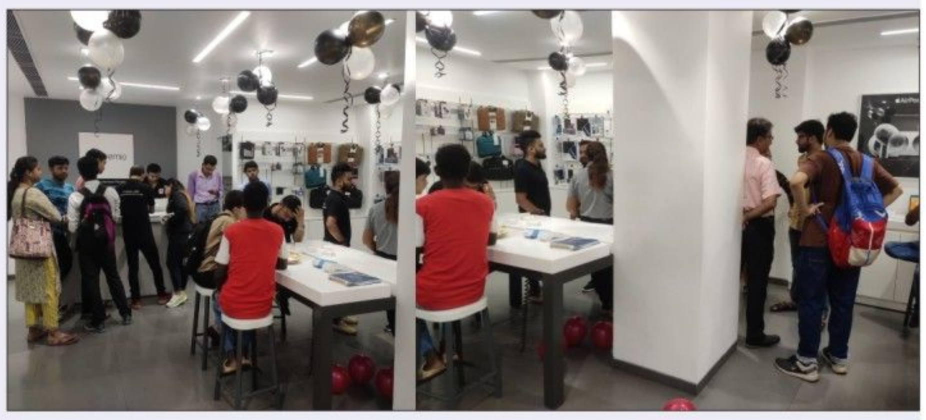

ডেঙ্গুর প্রকোপ কমাতে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন গোপীবল্লভপুরে

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: নিউজ সারাদিন : রাজ্য জুড়ে মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গত জুলাই মাস থেকে কমবেশি গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটছে।তাই ব্লকের প্রতিটি গ্রামে ডেঙ্গুর বাহক মশা ও তার লার্ভা দমনে পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে বিশেষ কর্মশালার হল গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর ব্লক প্রশাসনের অডিটোরিয়াম হলে। শুক্রবার ঝাড়গ্রাম জেলার জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল সহ জেলা

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

মায়াপুর ইসকন মন্দির প্রাঙ্গনে পালিত হচ্ছে রাধাষ্টমীর অনুষ্ঠান

বিভিন্ন প্রকার ফলের রস সহ অন্যান্য দ্রব্যাদি দিয়ে মহাস্নান করানো হয়েছে। চলেছে ষোড়শ উপচারে পুজো। তবে গতকাল সন্ধ্যা থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাধা অষ্টমির জন্য ইসকন মন্দির ভিড় করেছে। ধর্মের টানে দেশ বিদেশের বহু ভক্তরা এখানে চলে এসেছে। উৎসবের মেজাজে পালিত হতে চলেছে আজ রাধাষ্টমী। বিগত দু'বছর করোনা আবহে ধর্মীয় নিয়ম রক্ষার্থে রাধাষ্টমীর অনুষ্ঠান হলেও তা সম্পূর্ণভাবে ছিল বর্ণহীন। অতিমারির কারণে দর্শনার্থীদের মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ইসকন কর্তৃপক্ষ। পরিস্থিতির স্বাভাবিক হওয়ার ফলে এই বছর মায়াপুর ইসকন মন্দিরের রাধাষ্টমীর অনুষ্ঠান এক আলাদা মাত্রা এনে দিল।

১-ম পাতার পর

দুবাইয়ের সম্মেলনেও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিজের রাজ্যে লগ্নির আবেদন জানালেন

জিডিপির কথা তুলে ধরে বলেন, "২০১৬ পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা চমকে দেওয়ার মতো।' শ্রী সিমেন্ট কর্তা প্রশান্ত বাঙ্গারের কথায়, "শুধু পরিকাঠামোই নয়, শিল্পের সুরক্ষাতেও আজকের বাংলা আমাদের ভরসা দিচ্ছে।" পেট্রোকেমিক্যাল এবং চা শিল্পের অন্যতম মুখ সিকে ধানুকা বলেন, "২০১৩ সালে আমি বাংলায় আমার দ্বিতীয় কারখানা তৈরি করেছিলাম। গত কাল তৃতীয়টি তৈরি হল। দ্বিতীয়টার থেকে টাকা তুলতে না-পারলে তৃতীয়টা আমি করতাম না। দারুণ পরিকাঠামো। দারুণ ব্যবস্থা বাংলায়।"

দুবাইকে কেন্দ্র করে মুলত বেকারির ব্যবসা করেন আদিল খোরাকিওয়ালা। বাংলার সঙ্গে তাঁদের তিন দশকে ব্যবসায়িক সম্পর্ক। আদিল বলেন, "এই সরকারের আমলে সুন্দর ভাবে এগোচ্ছে বাংলা।" বণিকসভা ফিকির পশ্চিমবঙ্গ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান রুদ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, "কোভিডের সময়েও বাংলার উতপাদন বেড়েছে। চা, চা-বাগান কেন্দ্রিক পর্যটন, বস্ত্রশিল্পে বাংলায় বিনিয়োগের জন্য আমি দুবাইকে বলছে বাংলায় আসতে। সুযোগ হারাবেন না। আসুন।"

শিল্পপতি কেকে বাঙ্গুর, সঞ্জয় বুধিয়া, প্রীতীশ চৌধুরীরাও বলেন দুবাইয়ের মঞ্চে। উপস্থিত ছিলেন মায়াঙ্ক জালান, সুমিত ডাবরিওয়াল, মেহুল মোহানকা, সত্যম রায়চৌধুরী, দিলীপ দুগার, কমল মিত্তলরাও।

দুবাই শিল্প সম্মেলনের আগে সেখানকারই লুলু গোষ্ঠীর এগ্জ[illegible]িকিউটিভ ডিরেক্টর আশরফ আলির সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, বৈঠক খুবই সদর্থক হয়েছে। রাজ্যে বিনিয়োগ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে দু'জনের। এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে এই বৈঠকের কথা লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়েছেন, শুক্রবারের বৈঠক বাংলার উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত আশাপ্রদ। সব ঠিক থাকলে নিউটাউনে একটি মল তৈরি করবে তারা। বিশ্বের সমস্ত দেশে লুলু গোষ্ঠীর সমস্ত শপিং মলে 'বিশ্ববাংলা'র জন্য আলাদা 'কাউন্টার' খোলা হতে পারে। সেখানে বিক্রি হবে শুধুই 'বিশ্ববাংলা'র পণ্য। নিজেদের সমস্ত বিপণির জন্য প্রয়োজনীয় ফল এবং সব্জি লুলু সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ থেকেই কিনতে পারে। বাংলায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র খুলতেও আগ্রহী ওই সংস্থা। মতস্য এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ, পোলট্রি, ডেয়ারি শিল্পে বিনিয়োগেও আগ্রহ প্রকাশ করেছে ওই সংস্থা। বাংলায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পেও আগ্রহ দেখিয়েছে তারা। মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছেন, ২০২৩ সালের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে আসার জন্য লুলু গোষ্ঠীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।কিন্তু বাণিজ্য সম্মেলনের বিশেষ অতিথি, আমিরশাহির সৌম্যদর্শন বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী থানি বন আহমেদ আল জ[illegible]য়োউদিকে 'কিউট' বলে সম্বোধন করতেই সভাগৃহে তা অন্য অনুরণন তুলে দিয়ে গেল। দ্য রিজ[illegible] কার্লটন হোটেলের চোখধাঁধানো ফ্লোর ফেটে পড়ল হাততালিতে। স্পেন এবং বার্সেলোনার মতো দুবাইয়ের সম্মেলনেও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজ্যে লগ্নির আবেদন জানালেন। এবং ঘোষণা করলেন, শিল্পের জন্য যা যা দরকার, আজকের বাংলার সব রয়েছে। সেই সঙ্গে আরব দেশের বণিকমহলকে বার্তা দিলেন, পশ্চিমবাংলায় বিনিয়োগ মানে তা শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির জন্যও সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে তাঁদের জন্য। আর মমতার 'কিউট' মন্ত্রী থানিও জানালেন, বাংলার সঙ্গে বাণিজ্যে গাঁটছড়া বাঁধতে তারা ভীষণ ভাবেই ইচ্ছুক। তিনি নিজে এ ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা নেবেন।

মমতা এ দিন তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "আমাদের রাজ্যে সব পরিকাঠামো তৈরি। জমি তৈরি রয়েছে। বিদ্যুত রয়েছে। কয়লা রয়েছে। সমুদ্র রয়েছে। রয়েছে মেধা এবং প্রশিক্ষিত শ্রমিক। বাংলায় আসুন। বিজিবিএস (বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন) আসুন।" আগামী নভেম্বরেই নিউটাউনে হতে চলেছে এই বাণিজ্য সম্মেলন। শিল্পের জন্য পুরোপুরি তৈরি থাকা রাজ্যের পরিকাঠামো এবং পরিবেশের কথা শুক্রবারের বাণিজ্যবৈঠকে বার বার উঠে এসেছে সঞ্জীব গোয়েন্‌কা, হর্ষ নেওটিয়া-সহ প্রায় সব ভারতীয় শিল্পপতির কথাতেও।

বাংলাকে পরিচয় করাতে গিয়ে মমতা বলেন, "নাসা থেকে ভাষা, শিক্ষা থেকে বাণিজ্য সবেতে বাঙালিরা রয়েছেন। আমাদের মেধা এই রকমই। চন্দ্রযানের নেপথ্যে রয়েছেন প্রায় ৪০ জন বাঙালি বিজ্ঞানীর পরিশ্রম। অক্সফোর্ড থেকে হার্ভার্ড সব জায়গায় বাঙালিরা রয়েছেন। আমাদের রাজ্যের অনেক শ্রমিক দুবাইয়ে কাজ করতে আসেন।'' বণিকমহলের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আপনারা বিনিয়োগ করুন। শুধু বাংলা নয়, পাশেই রয়েছে বাংলাদেশ। আমাদের রাজ্যে সাড়ে ১০ কোটি মানুষের বাস। আর বাংলাদেশে ১৫ কোটি। এত বড় বাজার রয়েছে। সেই সঙ্গে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিও রয়েছে।"

দুবাইয়ের বাণিজ্য মহলকে নভেম্বরের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে দরাজ আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "শুধু আপনারা গেলেই হবে না। ওই কিউট, হ্যান্ডসাম মন্ত্রীকেও নিয়ে যেতে হবে।" এর পরেই হাততালিতে ফেটে পড়ে চারপাশ। শুক্রবার বাণিজ্যবৈঠকের মঞ্চেই 'কিউট' মন্ত্রীকে নিজের আঁকা ছবি উপহার দেন দিদি। বাণিজ্য সম্মেলনের আগে মমতার সঙ্গে একান্ত বৈঠকও হয় আমিরশাহির বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর। তার পর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ মোট যত পণ্য রফতানি করে, তার ১২ শতাংশই যায় আরব আমিরশাহিতে। তিনি এ-ও জানিয়েছেন, দেশের সব রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক বৃদ্ধি হার দ্রুততম। ২০২৩-২৪ সালে রাজ্যের জিডিপির পরিমাণ হতে চলেছে ২১ হাজার ২০০ কোটি আমেরিকান ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় ১৭ লক্ষ ৫৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

আমিরশাহির মন্ত্রী থানি এই সম্মেলনে বাংলা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য নিয়ে তৈরি হয়েই এসেছিলেন। তিনি বলেন, "ভারত-আমিরশাহি বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়ছে। জনসংখ্যার বিচারে ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গকে আমরা বিশেষ নজরে দেখছি।" বাংলার সঙ্গে দুবাইয়ের সম্পর্কে নতুন অধ্যায় তৈরি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ভারতীয় তথা রাজ্যের শিল্পপতিরাও দুবাইয়ের শিল্পপতিদের আবেদন করেন, বাংলায় চলুন। বাংলা এখন বদলে গিয়েছে। মাদ্রিদ ও বার্সেলোনায় ছিলেন না সঞ্জীব গোয়েন্‌কা। তাঁর ছেলে শাশ্বত গোয়েন্‌কা সেখানে ছিলেন। দুবাইয়ের বাণিজ্য সম্মেলনে উপস্থিত সঞ্জীব বলেন, "এই মুখ্যমন্ত্রীর হাতে পড়ে বাংলা বদলে গিয়েছে। তার আগে ৩৪ বছর ধরে বাংলা ভুগেছে। দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, শ্রমিক সমস্যা, লকআউট। কিন্তু গত ১২ বছরে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলা পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। এখন একটা কর্মদিবসও নষ্ট হয় না। আইনশৃঙ্খলারও কোনও সমস্যা নেই। চাইলেই মুখ্যমন্ত্রীকে পাওয়া যায়। দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়। আমার অভিজ্ঞতা দারুণ।"

অম্বুজা গ্রুপের কর্ণধার হর্ষ নেওটিয়া বলেন, "দুবাই যেমন সারা পৃথিবীর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে উন্নয়নে, তেমনই বাংলার উন্নয়নও তাতপর্যপূর্ণ। ভারত বিশ্বে পঞ্চম থেকে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার দিকে এগোচ্ছে। আর দেশের গড় উতপাদনের থেকে এগিয়ে রয়েছে বাংলা।" আইটিসি গ্রুপের সিএমডি সঞ্জীব পুরীর কথায়, "গত ১২ বছরে বাংলার বদলে যাওয়া দেখেছি। গত ৬০ বছর ধরে আমরা বাংলায় ব্যবসা করছি। কিন্তু গত ১০ বছরে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছি বাংলায়।" তিনি বলেন, "পুঁজি সেখানেই ঝলমল করে যেখানে এটা গুণিতক হারে বাড়ে। গত এক দশক ধরে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলায় বিরাট এক পরিবর্তন এসে গিয়েছে।"

২ পাতার পর

ডেঙ্গুর প্রকোপ কমাতে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন গোপীবল্লভপুরে

প্রশাসন ও জেলা স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক ডাঃ ভুবন হাঁসদা এবং ব্লকের বিডিও দেবজ্যোতি পাত্র সহ জেলা ও ব্লক প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক এর উপস্থিতিতে হয় এই কর্মশালা। কর্মশালায় গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর ব্লকের সমস্ত অঞ্চলের ভিআরপি,আশা কর্মী মিলিয়ে মোট ২০০ জনকে এদিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শিবিরে জেলাশাসক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা ব্লকের সাতটি অঞ্চলে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর বাহক মশা দমনে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন তা বিষয়ে আলোকপাত করেন। পাশাপাশি মশার লার্ভা দমনে এদিন ভিআরপি কর্মীদের হাতে স্প্রে মেশিন এবং মশা মারার কীটনাশক তুলে দেওয়া হয়।

দুয়ারে ডাক্তার'! দরকারে হাসপাতালে ভর্তিও করা হবে!

দুয়ারে সরকারের নয়া চমক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুয়ারে ডাক্তার! রাজ্য সরকারের দুয়ারে সরকার শিবিরে মিলবে চিকিৎসা পরিষেবাও। সপ্তম দুয়ারে সরকার শিবিরে একাধিক সরকারি পরিষেবা যুক্ত করার পাশাপাশি চিকিৎসা পরিষেবাও দেওয়ার উদ্যোগ প্রশাসনের। ইতিমধ্যে মালদহ জেলার বিভিন্ন ব্লকে দুয়ারে সরকার শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বসছেন। গ্রামীণ এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা সহজে পৌঁছে দিতে এমন উদ্যোগ। মালদহ জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার প্রতিটি ব্লকে দুয়ারে সরকার শিবিরে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। একদিন করে প্রতিটি শিবিরে চিকিৎসক সহ একটি মেডিকেল টিম উপস্থিত থাকবে। দুয়ারে ডাক্তার শিবিরে মালদহ মেডিকেল কলেজে হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপস্থিত থাকবেন। বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকেরা উপস্থিত থাকবেন শিবির গুলিতে। এই শিবির গুলিতে মূলত বিভিন্ন রোগ নির্ণয় থেকে শুরু করে মেডিসিন বিভাগের বিভিন্ন পরিষেবা মূলত দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে। মালদহ জেলায় প্রতিদিন একটি করে শিবিরে দুয়ারে ডাক্তার পরিষেবা মিলবে। জেলার ১৫ ব্লকেই আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই পরিষেবা দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে দুয়ারে ডাক্তার পরিষেবাপরিষেবা।

দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে নজরকাড়া সাফল্য মিলেছে। আর আজ তারই রেশ দেখা গেল দুয়ারে ডাক্তার কর্মসূচিতেও। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের হাইস্কুল মাঠে এই কর্মসূচিতে ১৫০ জন বাসিন্দা নিখরচায় চিকিৎসা পরিষেবা ও ওষুধ পেলেন। হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীন হাসপাতালের চোখ, কান, ত্বক, শিশুরোগ, রোগের চিকিৎসকরা পরিষেবা দেন। এদিন দুয়ারে ডাক্তার ক্যাম্পে হরিশচন্দ্রপুর গ্রামীণ হাহাসপাতালের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ এ কে মন্ডল উপস্থিত ছিলেন । তিনি জানান বিভিন্ন এলাকা থেকে কমপক্ষে হাজার খানেক রোগীর আসার আশঙ্কা ছিল কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকায় অনেকে এসে পৌঁছাতে পারেনি প্রায় ১৫০ জন রোগী চিকিৎসা করাই এদিন ক্যাম্পে। একই সঙ্গে এলাকা জুড়ে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া-সহ নানা ধরনের জ্বরের প্রকোপ বাড়ায় শিবির থেকে সচেতনতার প্রচার হয়।

পাটনা-হাওড়া রুটে রবিবার যাত্রা

শুরু করছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : বিহারের পাটনা এবং পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার মধ্যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু করার মাধ্যমে ভারতীয় রেল দেশের পূর্বাঞ্চলে রেল সংযোগ আরও বাড়াতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী রবিবার ২৪ সেপ্টেম্বর, যে ৯টি বন্দে ভারত ট্রেনের যাত্রার সূচনা করবেন, তার অন্যতম হল পাটনা-হাওড়া বন্দে ভারত। এটি পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মধ্যে আরও দক্ষ ও দ্রুততর যাত্রী পরিবহণের লক্ষ্যে এই বন্দে ভারতটি চালু করা হচ্ছে। এই ট্রেনটি দুটি রাজ্যের মোট ১০টি জেলা ছুঁয়ে যাবে। এগুলি হলু পাটনা, লখিসরাই, জামুই, দেওঘর, জামতাড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, কলকাতা ও হাওড়া। পাটনা ও হাওড়ার মধ্যে, ৫৩২ কিলোমিটার দূরত্ব এই সেমি হাইস্পিড ট্রেনটি অতিক্রম করবে মোট সাড়ে ৬ ঘণ্টায়। বর্তমানে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় লাগে ৮ ঘণ্টা। ট্রেনটি ঘণ্টায় গড়ে ৮২ কিলোমিটার বেগে ছুটবে- এর সর্বোচ্চ গতিবেগ হল ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার।

অত্যাধুনিক এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এই অঞ্চলের মানুষকে দ্রুত গতিতে স্বাচ্ছন্দপূর্ণ ভ্রমণের সুযোগ দেবে বলে উল্লেখ করেছেন পূর্ব রেল কতৃপক্ষ। পূর্ব রেলের আওতায় এই ট্রেনটি দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহর জশিডি এবং আসানসোলে থামবে। এর সুবাদে আঞ্চলিক পর্যটন ও বাণিজ্যেরও প্রসার হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন পূর্ব রেল কতৃপক্ষ। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে উন্নত রেল সংযোগের লক্ষ্যে ভারতীয় রেলের এক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হল পাটনা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু করা। এই সেমি হাইস্পিড ট্রেনটি যাত্রীদের সময়ের সাশ্রয় ছাড়াও তাঁদের আরামদায়ক ভ্রমণের সুবিধা দেবে এবং এই অঞ্চলে পরিবহণ পরিকাঠামোয় এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঘটাবে। এর গতি ও দক্ষতার সুবাদে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, পাটনা ও হাওড়ার মধ্যে যাতায়াতকারী রেলযাত্রীদের কাছে বিশেষ পছন্দের হয়ে উঠবে বলে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ আশা করছেন।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৬২ সংখ্যা ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ শনিবার ০৫ আশ্বিন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে দীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাস রয়েছে। অথচ এই গোটা প্রক্রিয়ার সব কৃতিত্ব যেন শুধুই নরেন্দ্র মোদির!

সংসদে কার্যত বিনা বিরোধিতায় পাশ হয়েছে মহিলা সংরক্ষণ বিল । মোদি সরকারের আনা আইনের পাশে সর্বান্তকরণেই রয়েছে বিরোধীরা। এই প্রথম নয়, এর আগেও এই মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে দীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাস রয়েছে। অথচ এই গোটা প্রক্রিয়ার সব কৃতিত্ব যেন শুধুই নরেন্দ্র মোদির!তবে সমালোচনা যতই হোক, এই কৌশল বজায় থাকবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। কেননা বিরোধীদের সমালোচনাতেও মোদির ভাবমূর্তি যে সেভাবে টলেনি তা পরিষ্কার হয়েছে সাম্প্রতিক সমীক্ষাগুলিতেও। তাই মোদির মুখকেই যে প্রচারের হাতিয়ার করতে চাইবে গেরুয়া শিবির, তা পরিষ্কার। পাশাপাশি এও পরিষ্কার, মোদি নিজেও বারবার 'মোদি গ্যারান্টি'র উল্লেখ করবেন। বুঝিয়ে দিতে চাইবেন, দেশকে নেতৃত্ব দিতে তিনি এখনও প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। মহিলা সংরক্ষণ বিলের সাফল্য উদযাপনেও সেই কৌশল বজায় রাখলেন মোদি ।অন্য কেউ নন, এই দাবি কার্যত নিজের মুখেই করলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন বিল পাশের আনন্দে উতসবে মেতে ওঠে গোটা বিজেপি শিবির। আর সেই উতসবের মধ্যমণি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অনুষ্ঠানে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন তিনি। মনে করিয়ে দেন এটা একটা দৃঢ় পদক্ষেপ। মহিলাদের উন্নয়নের যে নতুন যুগের সূচনার গ্যারান্টি মোদি দিয়েছিলেন এটা তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

এদিন অনেক কথাই বলেছেন প্রধানমন্ত্রী । দেশের সব মহিলাকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি ধন্যবাদ দেন দেশের কোটি কোটি মানুষকে, যাঁরা তাঁদের এই আইন আনার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে 'মোদি গ্যারান্টি'র উল্লেখ করে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তিনি মিশিয়ে দিলেন 'ব্র্যান্ড মোদি'ও। যদিও প্রধানমন্ত্রী যখন জানতে চান, 'আজ যেটা সম্ভব হল, তা কী করে হল?' তাঁর প্রশ্নের উত্তরে চারপাশ থেকে মহিলারা 'মোদি মোদি' ধ্বনি তুলতে থাকেন। যা শুনে সলজ্জ হেসে মোদি বলেন, 'এটা মোদি নয় আপনারা করেছেন। কোটি কোটি দেশবাসী করেছেন। কিন্তু কী করে করলেন? এর সবচেয়ে বড় কারণ, কেননা দেশের জনতা, বিশেষ করে আমার মা-বোনেরা ভোট দিয়ে একটি সুস্থির সরকার বানিয়েছিলেন। আর তারই শক্তিতে এই সরকার সিদ্ধান্ত নিতে পারছে।' অর্থাত, এক্ষেত্রেও দেশের আমজনতাকে ধন্যবাদ জানানোর সময় আগামী লোকসভা নির্বাচনেও তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেওয়ার আর্জিও যেন পরোক্ষে জানিয়ে রাখলেন প্রধানমন্ত্রী। এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই লোকসভা নির্বাচনের কাউন্ট ডাউন কার্যত শুরু হয়ে গিয়েছে। বিরোধী ইন্ডিয়া জোট লাগাতার আক্রমণ করেছে মোদি সরকারকে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি যে 'ব্র্যান্ড মোদি'কেই আরও উজ্জ্বল করে তুলতে প্রচার চালাবে তা পরিষ্কার। এদিন মোদির কথাতে সেই বিষয়টিই স্পষ্ট হল। প্রসঙ্গত, এর আগে চন্দ্রযান ৩ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নামার সময়ও মোদিকে টিভির পর্দায় ভারতের পতাকা নাড়াতে দেখা গিয়েছিল। যা দেখে বিরোধীরা কটাক্ষ করেছিল, চন্দ্রযানের সাফল্য ইসরোর বিজ্ঞানীদের না দিয়ে নিজেই নিতে চাইছেন মোদি।

নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম পাশ হওয়ার পর

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মহিলা সাংসদরা

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ঐতিহাসিক নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম গতরাতে পাশ হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের আনন্দ প্রকাশ করেছেন মহিলা সাংসদরা।

প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন :

"প্রগতিশীল মহিলা সাংসদদের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁরা নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম পাশ হওয়ায় যারপরনাই খুশি।

এটা সত্যিই আনন্দের যে মহিলা সংরক্ষণ বিলের দাবিতে যাঁরা এতদিন সোচ্চার ছিলেন, এই বিল পাশ হওয়ার পর সমাজ পরিবর্তনের অগ্রণীরা তাঁদের আনন্দ উদযাপনে সমবেত হয়েছেন। নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম পাশ হওয়ায় ভারত এখন রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে সম্মিলিত নারীশক্তি নিয়ে আমরা আরও উজ্জ্বল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যতের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শিবের নৃত্যের এনার্জির ভাইব্রেশান থেকে এই চক্রের সৃষ্টি। চক্র অপর নাম পৃথিবী, এই সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিগব্যাং থিওরি অনুযায়ী পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে একটি পিন্ড থেকে। ওই পিন্ডটিতে হঠাৎ বিস্ফোরণ হয় এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হয়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বেদান্ত দর্শনের উৎস ও বিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(একাদশ পর্ব)

মন থেকে চন্দ্রমা। নাভির উৎপত্তি হলো, তা থেকে অপান বায়ু, অপান থেকে মৃত্যু। এরপর উৎপত্তি হলো জননেন্দ্রিয়ের, তা থেকে বীর্য, বীর্য থেকে আবার সেই জল (ঐতরেয়-১/১/৪)। অতঃপর ঐ পুরুষের মধ্যে তিনি যুক্ত করে দিলেন ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি।

সেই প্রজ্ঞাবান আত্মাই হলেন বিরাট-স্বরাট- ব্রহ্ম। ইনিই ইন্দ্র, স্রষ্টা প্রজাপতি, ইনিই দেবরাজ্যের সব দেবতা। ইনিই জগৎ-সৃষ্টির পাঁচটি মূল উপাদান- পঞ্চমহাভূত (মাটি, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি বা তেজ)। ইনিই ক্ষুদ্র কীটাণুকীট, উভচর থেকে সব কিছুর উৎপত্তিস্থল- বীজ। অণ্ডজ (পাখি ইত্যাদি), জরায়ুজ (মানুষ, পশু ইত্যাদি), স্বেদজ (মশা ইত্যাদি), উদ্ভিজ্জ (গাছপালা প্রভৃতি) থেকে শুরু করে ঘোড়া, গরু, মানুষ, হাতি- যত প্রাণী, এমনকি স্থাবর-জঙ্গমের মধ্যেও ইনিই হলেন সেই প্রাণ। প্রজ্ঞার সত্তা নিয়েই বিশ্বচরাচর সত্তাবান। প্রজ্ঞাই সব কিছু নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। এই প্রজ্ঞাই হলো সব কিছুর মূল। জীবজগৎ, জড়জগৎ, লোকালোক- সব কিছু আশ্রয় করে আছে এই প্রজ্ঞানকেই। বিরাট এই প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম (ঐতরেয়-৩/৩)।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ (আনুমানিক ৬০০-৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব) : এটি কৃষ্ণ-যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকেরই একটি অংশ, যা তিনটি বল্লী বা অধ্যায়ে বিভক্ত- শিক্ষা বল্লী, ব্রহ্মানন্দ বল্লী ও ভৃগু বল্লী। প্রথম শিক্ষা বল্লীতে রয়েছে এগারোটি অনুবাক বা অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে নয়টি এবং তৃতীয় ভৃগু বল্লীতে দশটি অনুবাক রয়েছে। ব্রহ্ম ও সৃষ্টি সম্পর্কিত বক্তব্যে এই উপনিষদে বলা হচ্ছে- যদি কেউ মনে করে ব্রহ্ম অসৎ অর্থাৎ অস্তিত্বহীন বা নেই, তাহলে সে নিজেও অসৎ বা অস্তিত্বহীন হয়। আর যে জানে ব্রহ্ম আছেন, ব্রহ্মবস্তু আছেন, তাহলে তাকে ব্রহ্মবিদরা ব্রহ্মস্বরূপ বলে বা সত্যস্বরূপ বলে জানেন (তৈত্তিরীয়-২/৬/১)। এই যে দৃশ্যমান জগৎ তা সর্বপ্রথমে অসৎ-ই ছিলো। সেই অসৎ থেকেই সৎ উৎপন্ন হলো। তিনি নিজেই নিজেকে এইভাবে সৃষ্টি করলেন। সেইজন্য তাঁকে বলা হয়েছে সুকৃত (তৈত্তিরীয়-২/৭/১)। সৃষ্টির ভেতরে অনুপ্রবেশ করে তিনি সৎ এবং তৎ (বহু) অর্থাৎ মূর্ত, অমূর্ত বা ব্যক্ত, অব্যক্ত- এই দুইয়ের মধ্যেই থেকে গেলেন। শুধু তাই নয়, নিরুক্ত অর্থাৎ সবিশেষ, অনিরুক্ত অর্থাৎ নির্বিশেষ, নিলয় অর্থাৎ আশ্রয়, অনিলয় অর্থাৎ নিরাশ্রয়; বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান অর্থাৎ চেতন-অচেতন, সত্য-অনৃত অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্য এবং মিথ্যা- এইভাবে যা কিছু আছে (তা যতো বিপরীতধর্মীই হোক না কেন) সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম (পরমাত্মা) সবার ভেতর থেকে নিজেই সব হয়েছেন। ব্রহ্মই এইসব হয়েছেন বলে ব্রহ্মবিদরা ব্রহ্মকে বলেন সত্য (তৈত্তিরীয়-২/৬/৫)। তিনি ইচ্ছা করলেন- 'আমি বহু হবো। আমি উৎপন্ন হবো।' তিনি তপস্যা করলেন। এই সব কিছু তিনি সৃষ্টি করলেন- যা কিছু আছে, সব। সৃষ্টি করে আবার সব কিছুর মধ্যেই থেকে গেলেন (তৈত্তিরীয়-২/৬/৪)। সেই পরমাত্মার ইচ্ছানুসারে প্রথম হলো আকাশ। আকাশ থেকে হলো বায়ু। বায়ু থেকে অগ্নি। অগ্নি থেকে জল। জল থেকে পৃথিবী। পৃথিবী থেকে ওষধি (নানাজাতীয় গাছপালা-লতা ইত্যাদি)। ওষধি থেকে হলো অন্ন (খাদ্যবস্তু)। অন্ন থেকে রেতঃ বা বীর্য বা রক্তমস্তু। সেই রেতঃ থেকে দেহ বা শরীর (মানুষ)। এই মানুষ হলো অন্নরসময় বা অন্নরসের বিকার (তৈত্তিরীয়-২/১/৩)।

প্রশ্ন উপনিষদ (আনুমানিক ৫০০-৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব) : প্রশ্ন আর উত্তরের মধ্য দিয়ে এখানে ব্রহ্মতত্ত্ব বলা হয়েছে বলে এই উপনিষদটির নাম প্রশ্নোপনিষদ। এই উপনিষদের বিষয়বস্তু হলো মহর্ষি পিপ্পলাদ-এর নিকট সুকেশা, সত্যকাম, সৌর্যায়ণী, কৌসল্য, ভার্গব, কবন্ধী নামে ছয়জন ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষির প্রশ্ন-উত্তর সম্বলিত ছয়টি প্রশ্ন-অধ্যায়। প্রশ্নোপনিষদের কিছু উদাহরণ- মহর্ষি পিপ্পলাদ বললেন- এ সবই প্রজাপতির তপস্যার ফল। প্রজাপতি ঈশ্বর সৃষ্টি-কামনায় তপস্যা করলেন, 'এই জগৎ-সংসার সৃষ্টি করবো'- এইরকম প্রবল বাসনা দিয়ে তিনি একটি মিথুন সৃষ্টি করলেন। একটির নাম রয়ি, অন্যটির নাম প্রাণ। তাদের দেখে তিনি নিজে নিজেই বলে উঠলেন- 'এই দুটি-ই বহু হবে, বহু হবে। অনেক, অনেক প্রজা এই মিথুন (যমজ) থেকেই উৎপন্ন হবে (প্রশ্নোপনিষদ-১/৪)। প্রাণ হলো আদিত্য অর্থাৎ সূর্য। চাঁদ হলো রয়ি। বিশ্বে মূর্ত, অমূর্ত যা কিছু আছে সবই রয়ি। মূর্ত হলো প্রত্যক্ষ, রয়ি বা জড় পদার্থ মূর্তি ছাড়া নেই। একটা না একটা অবয়ব তার আছে। তবে এতো সূক্ষ্ম যে চোখে দেখা যায় না (প্রশ্নোপনিষদ-১/৫)। পিপ্পলাদ বললেন- সত্যকাম, ওঙ্কারের উপাসনা হলো ব্রহ্মেরই উপাসনা, সে পর-ব্রহ্মই বলো, আর অপর-ব্রহ্মই বলো। ব্রহ্মর এই দুটি রূপের স্বরূপই হলো ওঙ্কার। যে তাঁকে যেভাবে ধ্যান করবে, সে তাঁকে সেইভাবেই পাবে (প্রশ্নোপনিষদ-৫/২)। রথনাভি যেমনি নিজের দেহ থেকে চারিদিকে বেরিয়ে যাওয়া শলাকা দিয়ে রথচক্রকে ধরে আছে, পরমপুরুষও তেমনি নিজের দেহ থেকে এক-একটি শক্তিকণা দিয়ে আলাদা আলাদা করে ধরে রেখেছেন বিশ্বব্যাপী এই প্রাণচক্রকে। তাঁকে জানা অর্থাৎ তাঁর স্বরূপকে জানা ছাড়া এ সংসারে জানার মতো দ্বিতীয় কিছু নেই। তাঁকে জানলে, মৃত্যুর সাধ্য কি ব্যথা দেয় (প্রশ্নোপনিষদ-৬/৬)। এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেলেন মহর্ষি পিপ্পলাদ। বললেন- আমার জ্ঞান এই পর্যন্তই। সেই পরমব্রহ্মকে এর বেশি জানি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর চেয়ে ভালোভাবে জানাও যায় না (প্রশ্নোপনিষদ-৬/৭)।

কেন উপনিষদ (আনুমানিক ৫০০-৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব) : প্রশ্নময় 'কেন' দিয়ে শুরু হয়েছে বলে এই উপনিষদটির নাম হয়েছে কেনোপনিষদ। চার খণ্ডে বিভক্ত এ উপনিষদের প্রথম দু'খণ্ড পদ্যে রচিত, শেষ দু'খণ্ড গদ্যে। এই উপনিষদের কিছু ভাষ্য- বাক্য যাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, বরং যাঁর প্রেরণায় বাক্য উচ্চারিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁকে জানো। জগতে যে বস্তুর স্থায়িত্ব নেই, যা শাশ্বত বা সনাতন নয়, তার উপাসনা করলে ব্রহ্মর উপাসনা করা হয় না (কেনোপনিষদ-১/৫)। যাঁকে মন দিয়ে মনন করা যায় না, অথচ যিনি প্রাণীর মন-নামক বস্তুটিকে বিলক্ষণ জানেন, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁকে জানো। সংসারে অনিত্য বস্তুকে উপাসনা করলে ব্রহ্মর উপাসনা করা হয় না (কেনোপনিষদ-১/৬)। চোখ যাঁকে দেখতে পায় না অথচ যাঁর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে চোখ দেখার মতো বস্তুকে দেখতে পায়, সেই শক্তিই (তিনিই) ব্রহ্ম। তাঁকে জানো। সাধারণ চোখ দিয়ে যাকে দেখে ব্রহ্ম বলে উপাসনা করছো, তিনি ব্রহ্ম নন (কেনোপনিষদ-১/৭)। যাঁকে আমরা কান দিয়ে শুনতে পাই না অথচ আমাদের এই কর্ণ নামক ইন্দ্রিয়টিকে যিনি ভালোভাবে জানেন, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁকে জানো। জাগতিক কোন বস্তুও উপাসনা করলে তাঁর উপাসনা হয় না (কেনোপনিষদ-১/৮)। প্রাণ যাঁর সন্ধান জানে না বা নাক যার আঘ্রাণ নিজে নিতে পারে না, যিনি আঘ্রাণ-শক্তি জোগালে তবে নাক আঘ্রাণ নিতে পারে, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁকে জানো। নশ্বর বস্তুর উপাসনা করলে তাঁকে জানা যায় না (কেনোপনিষদ-১/৯)। তিনি কানেরও কান, মনেরও মন, প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু। তাঁকে যিনি জেনেছেন, তিনি ধীর, জ্ঞানী। এই লোক পরিত্যাগ করে তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন (কেনোপনিষদ-১/২)। প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই আত্মা আছেন। তাঁরই শক্তি নিয়ে আমরা শক্তিমান- এই পরম সত্য আত্মজ্ঞানে যারা জ্ঞানী, তারাই বীর্যশালী, তারাই অমর (কেনোপনিষদ-২/৪)।

কঠ উপনিষদ (আনুমানিক ৫০০-৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব) : কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় অংশে কঠ বা কাঠক নামে একটি ব্রাহ্মণ আছে। এই উপনিষদ তার অন্তর্গত বলে এর নাম হয়েছে কঠোপনিষদ। কঠ গদ্যে রচিত। ভগবদ্গীতায় কঠ-উপনিষদ থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করা হয়েছে। এই উপনিষদেই মৃত্যুর অধিপতি যমের সঙ্গে বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ কিশোর নচিকেতার কথোপকথনকে কেন্দ্র করে প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকার মাধ্যমে আত্মজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৩৫ সূক্তে অনুরূপ একটি উপাখ্যান আছে।

এই উপনিষদে এমন অনেক

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

বেকার ছেলের কাছে বোনের বিয়ের প্রস্তাবে যা বলেছিলেন সালমান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউদের তারকা অভিনেতা সালমান খান। খান পরিবারের একজন দাপটি সদস্য। ব্যাক্তিগত জীবনে এই রাগী অভিনেতাকে বয় পায় অনেকে। সে ক্ষেত্রে সালমানের কাছে তার বনকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়াটা তো আরো কঠিন।

তবে সালমান খানের বোন অর্পিতা খানকে বিয়ে করতে এই দুঃসাহসই দেখিয়ে ছিলেন উত্তরখণ্ডের রাজনৈতিক পরিবারের ছেলে আয়ুষ শর্মা । মাত্র ২৪ বছর বয়সেই সালমানের বোনকে বিয়ে করবেন বলে সরাসরি ভাইজানের মুখোমুখি হন।

খানিকটা নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় সালমান বলেন, তোমার কি মনে হয় না তুমি বয়সে খুব ছোট? তাছাড়া তুমি কী করো?

আয়ুষ তখন জবাব দেন, আমি কিছু করি না। পারিবারিক ব্যবসা রয়েছে।

তবে জবাব শুনে খুশি হয়েছিলেন সালমান। তখন তিনি বলেন, তুমি সৎ।

এরপরেই আর কোনো দ্বিমত না রেখেই সালমান তাকে বাড়িতে ডেকে সেলিম খানের সঙ্গে দেখা করতে বলেন।

এর পর ২০১৪ সালের ১৮ নভেম্বর হায়দরাবাদের ফলকনামা প্যালেসে রাজকীয়ভাবে বিয়ে হয় অর্পিতা খান ও আয়ুষ শর্মার। এই দম্পতির একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রয়েছে।

অর্পিতাকে বিয়ে করার চার বছর পর 'লাভযাত্রী' সিনেমা দিয়ে বলিউডে অভিষেক হয় আয়ুষের। পরবর্তী সময়ে সালমানের সঙ্গে 'অন্তিম দ্য ফাইনাল ট্রুথ' সিনেমাতেও দেখা গেছে তাকে। যদিও কোনো সিনেমাতেই তেমনভাবে নজর কাড়তে পারেননি সালমানের ভগ্নিপতি। দুই সন্তান নিয়ে আপাতত সুখের সংসার তাদের। বলিউডে আয়ুষ-অর্পিতার বাড়ির ইদের অনুষ্ঠানের বেশ নামডাক রয়েছে।

'জওয়ান ২' আসছে, নিশ্চিত করলেন নির্মাতা

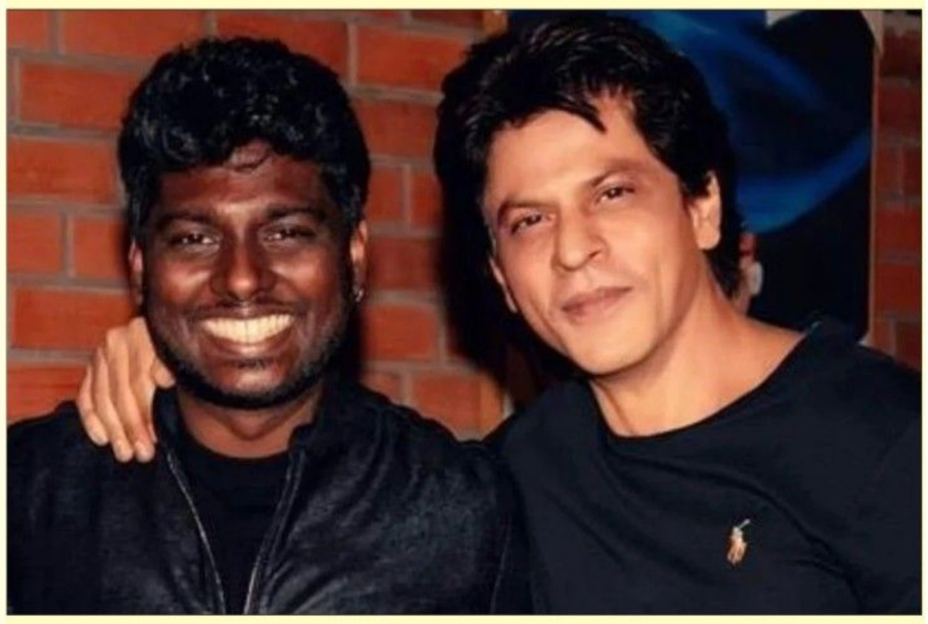

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিশ্বব্যাপী তুমুল হাইপ তোলা সিনেমা জওয়ান ইতিমধ্যে ১ হাজার কোটির ব্যবসা করেছে। বাদশাহ শাহরুখ খানের এই সিনেমার দারুন সাফল্যের পর এবার এর সিক্যুয়েল বানানোর কথা জানিয়েছেন নির্মাতা অ্যাটলি। শুধু তাই নয়, বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান ও তামিল সুপারস্টার থালাপতি বিজয়কে নিয়েও একটি সিনেমা নির্মাণের প্ল্যান করছেন এই পরিচালক।

'জওয়ান' মুক্তির আগে থেকেই এর সিক্যুয়েলের কথা শোনা যাচ্ছিল। 'জাওয়ান' সিনেমার শেষ দৃশ্যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়, নায়কের নতুন মিশন সুইস ব্যাংকে। সেই সূত্র ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল যে, এর দ্বিতীয় কিস্তি আসবে।

এ প্রসঙ্গে এক সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নির্মাতা অ্যাটলি বলেন, আমার প্রত্যেক সিনেমার শেষে এমন কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়া থাকে। তবে এখনও পর্যন্ত আমি কখনও কোনও সিনেমার সিক্যুয়েল করার কথা ভাবিনি। 'জওয়ান'র কথা যদি বলতে হয় তাহলে যদি তেমন কোনও ভাল গল্প পাই তাহলে অবশ্যই পার্ট ২-এর কথা ভাবব।

এরপরই আবার জনপ্রিয় দক্ষিণী এই নির্মাতা বলেন, 'জওয়ান'-এ আমি ভবিষ্যতের আভাস রেখেছি। এখন অথবা পরে সিক্যুয়েল নিয়ে আসতেই পারি। আর একদিন না একদিন আমি অবশ্যই জওয়ান এর সিক্যুয়েল নিয়ে আসব।

শাহরুখের গালে দীপিকার চুম্বন, কি প্রতিক্রিয়া রণবীরের?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : শাহরুখ-দীপিকা জুটি একসঙ্গে বড় পর্দায় মানেই ছবি সুপারহিট। অতীতে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। সেই ;ওম শান্তি ওম' থেকে শুরু। তার পর 'চেন্নাই এক্সপ্রেস', 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' কিংবা হালে 'পাঠান'। সব ছবিতেই শাহরুখ-দীপিকার ম্যাজিক অব্যাহত। সদ্য মুক্তি পেয়েছে শাহরুখের 'জওয়ান' ছবিটি।

এই ছবিতেও একটি ক্যামিও করতে দেখা গিয়েছে অভিনেত্রী। শাহরুখের

নাকি 'লাকি চার্ম' দীপিকা। যদিও অভিনেত্রীর কথায়, তিনি শাহরুখকে না বলতে পারেন না। এই মুহূর্তে 'জওয়ান' ঝড় চলছে দেশে।

অ্যাটলি কুমার পরিচালিত এই ছবি যে ব্লকবাস্টার তা মুক্তির তিন দিনের মাথায় স্পষ্ট হয়ে যায়। শুক্রবার ছিল 'জওয়ান'-এর সাকসেস পার্টি। মুম্বইয়ের যশরাজ স্টুডিয়োতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন শাহরুখ খান। সেখানেই বাদশার গালে চুমু একে দিলেন দীপিকা। ছবি দেখামাত্রই মন্তব্য অভিনেত্রীর স্বামী রণবীর সিংহের।

এমনিতেই বলিউডের অন্যতম চর্চিত জুটি তারা। বরাবরই দীপিকার প্রেমে গদগদ হয়েই থাকেন রণবীর। যদিও মাঝে তাদের বিচ্ছেদের গুঞ্জন ছড়ায়। তবে সে সব সন্দেহকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন দীপিকা।

এবার 'জওয়ান'-এ শাহরুখের সাফল্যে খুশি দীপিকা। অভিনেতার সঙ্গে আদুরে ছবি দিতেই রণবীর সিংহ লেখেন, 'ইশক মে দিল বনা হ্যায়, ইশক মে দিল ফনাহ হ্যায়।'

শাহরুখের 'জওয়ান' ছবির 'চল্লেয়া' গানের প্রথম দুটি লাইন উদ্ধৃতি করলেন রণবীর। বাস্তবে রণবীর ও দীপিকা তাদের সম্পর্কে নিয়ে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। তাই দীপিকার নায়কদের চুম্বনের বিষয়ে নিয়ে তেমন কোনও ছুঁতমার্গ নিয়ে রণবীরের। ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় নিয়েও যথেষ্ট পেশাদার তারা দু'জনেই।

সত্য শাশ্বত, সত্যের উদঘাটন হবেই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অভিনেত্রী ও সংসদ সদস্য নুসরত জাহান। ইডির তলবে গত মঙ্গলবার সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে গিয়েছিলেন নায়িকা।

সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি পোস্ট করেন নুসরাত। নেটিজনরা বলছে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার পর কি এমন উপলব্ধি নুসরতের? তবে সে উত্তর পাওয়া যায়নি।

নুসরতের স্টোরিতে লেখা, "সত্যের কখনও পরিবর্তন হয় না, তা শাশ্বত। যতই রং চড়িয়ে তা বিকৃত করার চেষ্টা করা হোক না কেন, সত্যিটা প্রকাশ্যে আসবেই। যারা এই সত্যিটা বুঝতে পারে না তারা এক দিন না এক দিন ধ্বংস হবে।" এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার পর কি এমন উপলব্ধি নুসরতের? সে উত্তর যদিও পাওয়া যায়নি।

মঙ্গলবার সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে সোজা মন্দিরে যান নায়িকা। বালিগঞ্জ পার্ক ছাড়িয়ে সোজা বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড ধরে পৌঁছেছিলেন দেশপ্রিয় পার্কের এক হনুমান মন্দিরে। ইডির দপ্তরে তেমন ভাবে কোনও উত্তর না দিলেও মন্দিরে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন। মন্দির চত্বরে অবশ্য পরিষ্কার জানিয়েছিলেন, ইডিকে তার যা যা বলার সবটাই বলেছেন। ইডি যা জানতে চেয়েছিল, সেই সব প্রশ্নের জবাবও দিয়েছেন।

তাকে কি আবার ডেকে পাঠানো হবে? এ প্রশ্নের জবাবে নুসরত বলেন, 'আমার যা যা বলার সবই বলেছি। যা যা দেয়ার ছিল, দিয়ে এসেছি। এর পরও যদি ওদের মনে হয়, যদি আমাকে ডেকে পাঠান, আমি আবার যাব। সহযোগিতা করব।'

অটোচালকের ছেলে

যখন ভারতের জয়ের নায়ক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : একটা সময় অটোরিকশা চালাতেন ভারতীয় পেসার মোহম্মদ সিরাজের বাবা। হায়দরাবাদের রাস্তায় চারমিনার থেকে বানজারা হিলস পর্যন্ত তার অটোরিকশা ছুটতো। সেই অটোচালকের ছেলে এখন ভারতের চালকের আসনে। মোহম্মদ সিরাজের অসামান্য বোলিংয়ে শ্রীলঙ্কা বিধ্বস্ত। কিন্তু জানেন কি সিরাজের ক্রিকেটার হওয়াই হতো না বাবার অনুমোদন ছাড়া? দরিদ্র মুসলিম পরিবারের সন্তান বাবার পেশাতেই আসবে এটাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু ছেলের ক্রিকেট প্রতিভা দেখে সিরাজের বাবা তাকে অটো চালানোর পেশায় আনতে চাননি। আরও দুটি বাড়তি ট্রিপ করে তিনি সিরাজের খেলার ব্যবস্থা করে দেন। সিরাজ তাকে নিরাশ করেনি। ২০১৫ সালে রঞ্জি ট্রফির দলে প্রথম জায়গা পান। এমএল জয়সীমা, আব্বাস আলি বেগ, মহম্মদ আজারউদ্দিনের উত্তরসূরী হয়ে ওঠেন সিরাজ। ২০২০ সালে ভারতীয় দলের টেস্ট টিমে জায়গা পান। আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। তার নতুন বাড়ির হাউসওয়ার্মিং পার্টিতে হায়দরাবাদে খেলতে যাওয়া ভারতীয় ক্রিকেটারদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সিরাজ। বাড়ি তো নয়, সে যেন প্রাসাদ! রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা উমদা বিরিয়ানি খেতে চেয়েছিলেন। সিরাজ কাঠ কয়লার আঁচে সেদিন নিজে বিরিয়ানি রাঁধেন। নতুন বাড়ি সিরাজ অটোচালক বাবার নামেই উৎসর্গ করেন।

জানা গেল মৌসুমের প্রথম

এল ক্লাসিকো কবে

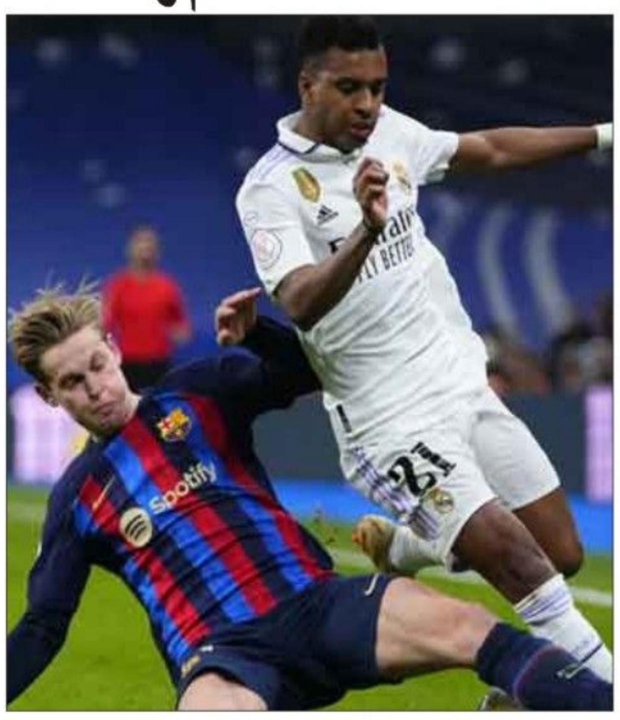

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লা লিগা মৌসুমের শুরুতেই রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনার পয়েন্ট টেবিলের লড়াই জমে উঠেছে। রিয়াল বেটিসের বিপক্ষে বড় জয়ে বার্সেলোনা টেবিলে শীর্ষে উঠেছিল। রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে কামব্যাকের জয়ে রিয়াল আবার শীর্ষস্থান দখলে নিয়েছে। দুই দলের এই জয়-পরাজয়ের হিসেবের মধ্যেই চলতি লা লিগা মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোর তারিখ চূড়ান্ত করা হয়েছে। আগামী ২৮ অক্টোবর ম্যাচটি মাঠে গড়াবে। প্রথম ম্যাচের স্বাগতিক বার্সেলোনা। তবে ম্যাচটি ক্যাম্প ন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে না। বার্সার হোম গ্রাউন্ডের সংস্কার কাজের জন্য স্টাডিও অলিম্পিক লুইস কোম্পানিতে আয়োজন করা হবে। ওই স্টেডিয়ামের দর্শক ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৫৬ হাজার। যা ক্যাম্প ন্যুর প্রায় অর্ধেক (৯৯ হাজার)। লা লিগার দ্বিতীয় এল ক্লাসিকো মাঠে গড়াবে এপ্রিলে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে। এর আগে দুই দল সর্বশেষ অফিসিয়াল ম্যাচে কোপা দেল রেতে মুখোমুখি হয়েছিল। সেখানে রিয়াল দুই লেগ মিলিয়ে ৪-০ গোলের জয় পেয়েছিল। তবে প্রাক মৌসুমের প্রীতি ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বার্সা ৩-০ গোলের জয় পেয়েছিল।

শিরোপা জয়ে ভারতের

উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় শোয়েব আখতার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপের ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ভারতকে কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন পাকিস্তানের সাবেক ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতার। তবে শ্রীলঙ্কার এমন হার দেখে হয়তো কিছুটা বিব্রতও বোধ করেছেন তিনি। হয়তো ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি এভাবে হেসেখেলে জিতে যাবে ভারত। শ্রীলঙ্কাকে ১৫.২ ওভারে ৫০ রানে অলআউট করে দিয়ে ৩৭ বলের মধ্যে রান তাড়া করে জিতেছে রোহিত-কোহলিরা। পুরো ম্যাচের স্থায়ীত্ব ছিল মাত্র সাড়ে ২১ ওভার। তবে শ্রীলঙ্কাকে বিধ্বস্ত করে শিরোপা জয়ের জন্য ভারতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন পাকিস্তানের সাবেক এই ফাস্ট বোলার। ম্যাচ শেষে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে প্রশংসায় ভাসিয়ে শোয়েব বলেন, কী দারুণভাবে ভারত এই টুর্নামেন্টটা জিতেছে। আগের ম্যাচের (বাংলাদেশের সঙ্গে পরাজয়) পর মনে হচ্ছিল, ভারতকে আন্ডারডগ দেখাতে পারে। কিন্তু তেমনটা হয়নি। ভারতকে টুপিখোলা অভিবাদন। ভারত, তোমরা দারুণভাবে জিতেছ।

বিশ্বকাপের আগেই

ফের মুখোমুখী হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সদ্য শেষ হওয়া এশিয়া কাপে দু'বার মুখোমুখি হয়েছে ভারত এবং পাকিস্তান। পাকিস্তান ফাইনালে কোয়ালিফাই করতে না পারায় তৃতীয় বার দ্বৈরথ হয়নি চির বৈরি দুই দেশের। এবার বিশ্বকাপে ১৪ অক্টোবর আবারও মুখোমুখি হবে দুই দেশ। কিন্তু তার আগেই বিশ্বের পূর্বপ্রান্তে মুখোমুখি হতে পারে দুই প্রতিবেশী দেশ। সব ঠিকঠাক থাকলে এশিয়ান গেমসের ফাইনালে মুখোমুখি হতে পারে ভারত এবং পাকিস্তান। ভারত এবং পাকিস্তান খেলবে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। সেই প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ভারতীয় ক্রিকেটার রিঙ্কু বলেছেন, 'আমি নিশ্চিত যে এশিয়ান গেমসের ফাইনালে ভারত এবং পাকিস্তান ফাইনাল খেলবে। আমাদের দলটা বেশ শক্তিশালী। দলে তারকা এবং প্রতিভাবান ক্রিকেটারেরা রয়েছে। রুতুরাজের মতো প্রতিভাবান অধিনায়ক রয়েছে। ওর অধীনে খেলার জন্যে মুখিয়ে রয়েছি। ভারতীয় দলে তাড়াতাড়ি যোগ দিতে চাই। এশিয়ান গেমস থেকে সোনা জিতে ফেরার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী।' যদিও এই আসরে ভারত-পাকিস্তানের মূল দল খেলবে না। খেলবে দেশ দুইটির বিকল্প দল।

২০ মাস পর

ভারতের ওয়ানডে দলে অশ্বিন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজ খেলবে ভারত। এই সিরিজকে সামনে রেখে সোমবার পৃথক দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।

তবে ২০ মাস পর দলে জায়গা পেয়েছেন রবীচন্দ্রন অশ্বিন। তিনি সর্বশেষ ওয়ানডে খেলেছিলেন গত বছরের জানুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে। ১১৩ ওয়ানডেতে এ অফ স্পিনারের উইকেট ১৫১টি।

২০১১ ও ২০১৫ সালের বিশ্বকাপে খেললেও গত আসরে ছিলেন না তিনি। যদিও মাঝে গত বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেছিলেন। কিন্তু এবারের বিশ্বকাপ দলে রাখা হয়নি তাকে। ভারতের বিশ্বকাপ দলে স্বীকৃত কোনো অফ স্পিনারই নেই।

প্রথম দুই ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে নিয়মিত অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে। বিশ্রাম পেয়েছেন বিরাট কোহলি, হার্দিক পান্ডিয়া ও কুলদীপ যাদবও। রাহুলের সহকারী করা হয়েছে রবীন্দ্র জাদেজাকে। দলে আছেন জসপ্রীত বুমরাহ, মোহাম্মদ সিরাজ ও সূর্যকুমার যাদবের মতো ক্রিকেটার।

তৃতীয় ওয়ানডের দলে ফিরবেন নিয়মিত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। প্রথম দুই ওয়ানডেতে বিশ্রামে থাকা কোহলি-হার্দিকরাও এই ম্যাচে খেলবেন। খেলার মতো ফিট হয়ে উঠতে পারলে এই ম্যাচ দিয়ে আবারও মাঠে দেখা যেতে পারে অক্ষর প্যাটেলকে।

প্রথম দুই ম্যাচের দল: কেএল রাহুল (অধিনায়ক), রবীন্দ্র জাদেজা (সহ-অধিনায়ক), রুতুরাজ গায়কোয়াড়, শুভমন গিল, শ্রেয়াস আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, তিলক বর্মা, ঈশান কিশন, শার্দুল ঠাকুর, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজ, মহম্মদ শামি, এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ।

তৃতীয় ম্যাচের দল: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া (সহ-অধিনায়ক), শুভমন গিল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, কেএল রাহুল (উইকেটকিপার), রবীন্দ্র জাডেজা, শার্দুল ঠাকুর, অক্ষর পটেল (ফিটনেসের উপর নির্ভর করছে), ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামি এবং মহম্মদ সিরাজ।

ইংল্যান্ডের সাথেই থাকছেন

'রিজার্ভ' আর্চার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের ১৫ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। সেই দলে অবশ্য দীর্ঘদিন ধরেই কনুইয়ের চোটে থাকা পেসার জফরা আর্চারের জায়গা হয়নি।

তবে মূল দলে জায়গা না পেলেও রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবেই ইংল্যান্ডের সাথে বিশ্বকাপে অংশ নিতে ভারতে যাচ্ছেন আর্চার। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইংল্যান্ড পুরুষ ক্রিকেট দলের নির্বাচক লুক রাইট।

আর্চার সম্প্রতি ইংল্যান্ড দলের অনুশীলনে ফিরেছেন। তবে এখনো পরিপূর্ণভাবে খেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারেননি তিনি।

গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন আর্চার। তবে চোটের কারণে অনেকদিন ধরেই আর্চার দলে অনিয়মিত।

এনরিকের মতে,

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মোহে অন্ধ পিএসজি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নতুন মৌসুম শুরু হচ্ছে মঙ্গলবার। বুধবার রাতে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে আসর শুরু করবে পিএসজি। নিউক্যাসল ইউনাইটেড ও এসি মিলানকে নিয়ে মৃত্যুকূপে পড়েছে প্যারিসিয়ানরা। কোচ লুইস এনরিকের সামনে তাই গ্রুপ পর্ব পার হওয়াই বড় চ্যালেঞ্জ। ওই চ্যালেঞ্জ শুরুর আগে পিএসজির চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নিয়ে মোহ ভালো বিষয় নয় বলে মন্তব্য করেছেন স্প্যানিশ কোচ এনরিকে। তার মতে, কোন কিছুর প্রতি মোহ অন্ধতার পর্যায়ে পৌঁছালে তা ভালো ফল আনে না। এনরিকে বলেছেন, 'কোন ক্লাবের কিছু পাওয়ার জন্য মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়া ভালো লক্ষণ নয়। আমাদের অবশ্যই উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে, কিন্তু অন্ধ মোহ রাখা যাবে না। জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই, মোহ থেকে দূরে থাকতে হবে। অবশ্যই আমরা ভালো খেলতে চাই, কিন্তু মোহ নিয়ে নয়।'

নেইমার-এমবাপ্পে জুটি তিন মৌসুম আগে পিএসজিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে তুলেছিলেন। কিন্তু গত দুই মৌসুমে মেসি-নেইমার ও এমবাপ্পেকে নিয়ে গড়া আক্রমণভাগ ইউরোপ সেরার লড়াইয়ে ব্যর্থ হয়েছে। সর্বশেষ মৌসুমে শেষ আটে বিদায় নিয়েছে প্যারিসিয়ানরা। এবার লুইস এনরিকের অধীনে মেসি ও নেইমারকে ছাড়া নতুন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মিশন শুরু করছে পিএসজি। এমবাপ্পের সঙ্গে জুটি গড়তে এরই মধ্যে প্যারিসিয়ানরা উসমান ডেম্বেলে, গঞ্জালো রামোস, মার্কো অ্যাসেনসিও ও রান্দাল কোলো মুয়ানিকে দলে ভিড়িয়েছে। কিন্তু পিএসজি এখনও মৌসুমে দাপুটে ফুটবল দেখাতে পারেনি। সর্বশেষ লিগ ম্যাচেও তারা নাইচের কাছে হেরেছে ৩-২ গোলে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক : ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR